তারিখ ... 22 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৮ ...

সংবাদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয়

প্রতি মাদ্রাসায় ৭০ লাখ টাকা

রাকিব উদ্দিন

সরকার গত আট বছরে সারাদেশের প্রায় সাড়ে ১৩শ' মাদ্রাসায় নতুন ভবন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করেছে। গড়ে একটি মাদ্রাসার পেছনে সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭০ লাখ টাকা। আরও দুই হাজার মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

অথচ বিগত আট বছরে কারিগরি স্তরের মাত্র এক ডজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। আর গত ১০ বছরে প্রায় ৩০ হাজার সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র সাড়ে আট হাজার প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ ও সংস্কার করা রয়েছে। এতে গড়ে একটি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের (ইইডি) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

সাধারণ শিক্ষায় ৫০ লাখ টাকা

কারিগরি শিক্ষায় ন্যূনতম

শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, মাদ্রাসায় বিল্ডিং হচ্ছে, শ্রেণীকক্ষ হচ্ছে। কিন্তু সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার ধারায় আনার কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সরকার মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে বিল্ডিং ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করছে, কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন হচ্ছে না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রায়ই বলেন, 'বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে দেশের কোন মাদ্রাসায় একটি নতুন ভবনও নির্মাণ করা হয়নি। কিন্তু আমরা প্রায় দেড় হাজার মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণের পাশাপাশি কয়েক হাজার মাদ্রাসায় একাডেমিক ভবন সংস্কার করেছি।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সংবাদকে বলেন, 'কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন কেবল শিক্ষানীতিতেই সীমাবদ্ধ। সরকার মাদ্রাসার উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত। শত শত মাদ্রাসার উন্নয়ন হচ্ছে, ল্যাব স্থাপন হচ্ছে, কিন্তু সারাদেশের প্রায় চার হাজার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটিতেও কোন অবকাঠামো উন্নয়ন চোখে পরে না। কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের নামে আমলারা বিদেশ ভ্রমণ করছে।'

শিক্ষানীতিতে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও সরকার এখন মাদ্রাসা শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়ন ও কারিকুলাম আধুনিকায়নের জন্য সরকারের উচ্চপর্যায় থেকেও বারবার চাপ আসছে শিক্ষা প্রশাসনের ওপর। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দও নিয়মিত বাড়ছে। মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যও নিয়মিত ডিও লেটার দিচ্ছেন।

কিন্তু শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশ্ন নীতিমালা ছাড়াই চলে আসা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রশাসনের এতো উৎসাহ কেন? এ শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর কার্যত কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও কারা এই ধরনের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ব্যয়ের সুযোগ করে দিচ্ছেন? দেশের সাধারণ শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশে এতো তোড়জোড় কেন– এসব বিষয় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বেশকিছু নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৩ নম্বরটি ছিল মাদ্রাসা সংক্রান্ত। ওইসব নির্দেশনা বাস্তবায়নের তাগাদার অংশ হিসেবে সর্বশেষ গত ১৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি তাগাদাপত্র পাঠানো হয়।

এর মাদ্রাসার অংশে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে মাদ্রাসা আর টোল

প্রতি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক